গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা
www.rthd.gov.bd

## ঈদ-উল-ফিতর, ২০১৯ উপলক্ষে মহাসড়কে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার নিমিত্ত করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | মোঃ নজরুল ইসলাম<br>সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ<br>সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা |
| তারিখ | : | ০৯-০৫-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ |
| সময় | : | সকাল সাড়ে ১০ টা |
| স্থান | : | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ |
| উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট- ক' |

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের মহাসড়কে যাতায়াত নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করার নিমিত্ত প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান ও পরিবহন মালিক শ্রমিক সমিতির প্রতিনিধি সমন্বয়ে এ বিভাগের উদ্যোগে মাননীয় মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে এধরনের সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সভাপতি বলেন, চিকিৎসাজনিত কারণে মাননীয় মন্ত্রী বর্তমানে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন। আপনাদের এবং দেশবাসীর দোয়া এবং পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কিছুদিনের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন- এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সভাপতি জানান, মাননীয় মন্ত্রী ফিরে এসে তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রয়োজনে আরও একটি সভার আয়োজন করা হতে পারে। যেহেতু ইতোমধ্যে রমজান শুরু হয়ে গেছে এবং যথাসময়ে কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে আজকের এই সভাটি আহবান করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, আসন্ন ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নিরাপদ ও নিবিঘ্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইতোমধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিটি জোনে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মিটিং করা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে। তাতে কোথাও মহাসড়ক নিয়ে তেমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন মহাসড়কের অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেকটা ভাল; তাই মহাসড়কের কারণে এবারকার ঈদ যাত্রায় তেমন কোন সমস্যা হবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও মূখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিষয়ে একটি সভা হয়েছে। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং যাত্রী সাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন সে জন্য করণীয় নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক আজকের এই সভা।

সভাপতি অবহিত করেন যে, মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ যানজট মুক্ত রাখা, বাস টার্মিনালের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভিজিলেন্স টিম গঠন, দুর্ঘটনার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট যানজটের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, মহাসড়কে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে রাস্তায় বিকল গাড়ী অপসারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকার রাখা দরকার। মহাসড়কের পাশে যত্রতত্র গাড়ী পার্কিং এবং যাত্রী উঠা-নামা বন্ধ করা, অযান্ত্রিক এবং লক্কড়-ঝক্কড় গাড়ী চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং নসিমন, করিমন, ইজিবাইক জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচল বন্ধ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মহাসড়কে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামলাতে বিআরটিসি বাস চালু করতে হবে এবং টোল প্লাজার সকল বুথ চালু রাখাতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বিজিএমইএ ঈদের সময় গার্মেন্টস কারখানাসমূহে একসাথে ছুটি না দিয়ে বিভিন্ন সময়ে ছুটির বিষয়টি বিবেচনার জন্য আলোচনা হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় সিএনজি স্টেশন সার্বক্ষণিক চালু রাখাসহ ঈদের ০৬ দিন আগে থেকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আসন্ন ঈদ উপলক্ষে নব নির্মিত মেঘনা গোমতি ব্রীজ খুলে দেয়া হবে সেই সাথে যানজট নিরসনে পুরাতন ব্রীজের উপর দিয়েও গাড়ী চলাচল করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি এবং সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান:

(চলমান পৃ: ০২)

০২। জনাব হোসেন আহমেদ মজুমদার, সমন্বয়ক বাংলাদেশ ট্রাক, কাভার্ডভ্যান ট্যাংক-লরী মালিক শ্রমিক-ঐক্য পরিষদ সভাকে জানান যে, ঢাকা-চট্রগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ডিভাইডারে গাড়ী চলাচলের জন্য ৪৪টি গ্যাপ রাখা হয়েছে। যত্রতত্র এসব গ্যাপ দিয়ে অযান্ত্রিক যান, রিক্সা ও থ্রী হুইলার ঢুকে স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। নারায়নগঞ্জের ভাটেরচর এলাকায় রাস্তার দু'পাশ্বে দুটি বড় কাটা আছে, এগুলো বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানান। কুমিল্লা ক্যান্টনম্যান্ট এর ভিতর দিয়ে বি, বাড়িয়া-সিলেট যাওয়ার রাস্তায় প্রায় ২৫০ গজ একেবারে ভাংগা এবং ৪-৫ কিলোমিটার কার্পেটিং উঠে গিয়ে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। আব্দুল্লাপুর থেকে টংগী-চৌরাস্তা যাওয়ার পথে বিআরটি প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের জন্য খননকৃত ড্রেন স্বভাবিক যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। তিনি জানান, চট্রগ্রামের সিতাকুন্ড্ থেকে ভাটিয়ারি পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে জাহাজ কাটার ভাঙ্গারী ফেলে রেখে রাস্তা সংকুচিত করা হয়েছে। তাছাড়া, কোনাবাড়ী ফ্লাই ওভারের দুপাশে ভাংগা রাস্তা আসন্ন ঈদের আগেই মেরামতের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আসন্ন ঈদ উপলক্ষে নব নির্মিত মেঘনা-গোমতি ব্রীজ দেয়ার জন্য দাবী জানান।

০৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা জোন সভাকে জানান যে, কুমিল্লা ক্যান্টনম্যান্টের ভিতর দিয়ে রাস্তায় বৃষ্টি হলে রাস্তার অবস্থা খারপ হয়, তাই রিজিট পিভমেন্ট প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এখানে প্রায় ৩০০ মিটার ড্রেন করে দেয়া হবে।

০৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা জোন সভাকে জানান যে, ভাটেরচর এলাকায় পিএমপি'র উন্নয়ন কাজ চলমান। আসন্ন ঈদের আগেই কাজ শেষ করে ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

০৫। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সভাকে জানান যে, চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ যেতে দেড় ঘন্টার কম সময় লাগে অথচ ঢাকা থেকে জয়দেবপুর যেতে প্রায় আড়াই ঘন্টা লাগে। কারণ হিসেবে তিনি জানান, বিআরটি প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের কালভার্ট বক্স কাটিংয়ের ফলে রাস্তার প্রশস্থতা কমে গেছে তারপর রিক্সা অটোরিক্সা অবাধ চলাচল এবং কিছু গণপরিবহন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাখার ফলে যানজট সারাক্ষণ লেগেই থাকে।

০৬। প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি সভাকে জানান যে, চলমান ড্রেনের কাজ ১১,০০০ মিটারের মধ্যে ২৫০০ মিটার আউটলেটে যেতে পারিনি। ড্রেনের পানি অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আসা-যাওয়ার জন্য ২ লেন করে ৪ লেনে যানবাহন চলাচলে যাতে করে সমস্যা না হয় সে বিষয়ে আমরা সতর্ক আছি। ড্রেনেজ কাজে গ্রুপ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ঈদ উপলক্ষে সতর্কতার সাথে আউটলেটের বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

০৭। জনাব রমেশ চন্দ্র ঘোষ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন সভাকে জানান যে, নবীনগর মোড় থেকে চন্দ্রা পর্যন্ত এ জাতীয় মহাসড়কে যে সমস্যাগুলি আছে তা নিরসনে আসন্ন ঈদের পূর্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। চন্দ্রা মোড়ে বর্তমানে ফ্লাই ওভারের কাজ হচ্ছে তাই চন্দ্রা মোড় ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে যদি গাড়ীগুলি দাড়ায় তাহলেই অনেকাংশে যানজট লাঘব হবে। ফিটনেস বিহীন লক্কর ঝক্কর গাড়ী চেক করার জন্য মহাসড়কে নিরিবিলি স্থান নির্দিষ্ট করার জন্য অনুরোধ জানান। মহাসড়কে নসিমন, করিমন ও ভটভটি বন্ধসহ ঈদ উপলক্ষে মলমপার্টি ছিনতাইকারী বন্ধ করতে হবে; কন্ট্রোল রুম ও ভিজিল্যান্স টীম থাকবে। তাছাড়া ঈদের ০৪দিন আগে থেকে মহাসড়কে ট্রাক চলাচল বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

০৮। জনাব আবুল কালাম, সভাপতি, মহাখালী বাস টার্মিনাল সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বলেন, টংগী-গাজীপুর চৌরাস্তা-ভোগড়া পর্যন্ত মালেকের বাড়ী-গাজীপুরা অংশে পুরোটা পানিতে ডুবে থাকে। ঈদের সময় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করলে মহাখালী বাস টার্মিনাল হতে টাঙ্গাইলগামী যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না।

(চলমান পৃ:-০৩)

০৮। জনাব রুস্তম আলী খান, সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি সভাকে জানান যে, বাসের বাম্পার, এঙ্গেল-হুক খোলার অভিযানে আমরা সফল হয়েছি। এখনও এসব অহেতুক মামলায় হয়রানী হচ্ছে এটা দূর করতে হবে। পণ্যবাহী ট্রাক কাভার্ডভ্যান ঈদের ০৩দিন পূর্ব হতে বন্ধ রাখা হয়েছিল বর্তমানে আরো কমিয়ে আনা উচিত কিছুতেই বাড়ানো যাবে না। সড়কের দুর্ঘটনা রোধে চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স উৎসমুখে চেক করা প্রয়োজন।

০৯। জনাব ওসমান, সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সভাকে জানান যে, গাজীপুর এলাকায় আব্দুল্লাপুর ভাসমান কাঁচা বাজারের কারণে যানজট লেগেই থাকে। এ এলাকার কোনাবাড়ী শফিপুর এবং সিরাজগঞ্জ কড্ডার মোড় মহাসড়কের পাশ হতে ভাসমান বাজার উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জনান। ঈদের সময় যাতে বাহিরের গাড়ী ঢাকায় প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য চেকপোষ্ট করার দাবী জানান। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশকে গাড়ী রিকুইজিশন না করার জন্য অনুরোধ জানান। নসিমন, করিমন ও ইজিবাইক বন্ধে স্থানীয় রাজনীতিবিদসহ সংসদ সদস্যদের ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

১০। জনাব শফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ বলেন, অন্যান্য বছরের চেয়ে এ বছর মহাসড়কের অবস্থা অনেকটা ভালো। তিনি মহসড়কের কিছু পটহোলস এবং খানা-খন্দ সম্পর্কে একটি তালিকা সভাপতির নিকট হস্তান্তর করেন। সভায় তিনি ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার জন্য গাজীপুর সিটি মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান এবং পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের ময়লা রাস্তার পাশে না ফেলার জন্য অনুরোধ জনান। যানচলাচল স্বাভাবিক রাখতে আব্দুল্লাহপুর-জয়দেবপুর রুটে যেকোন মূল্যে দুই লেন দুই লেন করে অবশ্যই চার লেন চালু রাখতে হবে। ব্যাটারী চালিত ইজিবাইক চলাচল বন্ধ করা দরকার। গার্মেন্টস কারখানার বজ্য ময়লা পানি রাস্তায় ফেলা যাবেনা, প্রয়োজনে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তা বন্ধ করতে হবে।

১১। জনাব মফিজ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) সভাকে জানান যে, ডিএমপি কমিশনার মহোদয়ের সভাপতিত্বে ইতোমধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন টার্মিনাল থেকে লক্ষ লক্ষ যাত্রী রাজধানী ঢাকা ছেড়ে যাওয় ও আসার সময় মলমপার্টি ও ছিনতাইকারী থেকে রক্ষা পায় সে জন্য বাস টার্মিনালগুলিতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। রাস্তা কাটাকাটির ফলে দূর্ঘটনায় তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা না নিলে সেটা দ্রুত প্রসার ঘটে সবকিছু অচল হয়ে যায়। ডিএমপি থেকে বেতারের মাধ্যমে জেলা পুলিশকে আইন শৃংখলা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হবে।

১২। চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ সভাকে জানান যে, চেকপোষ্ট খারাপ উদ্দেশ্যে করা হয়না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষকরে বাসে জঙ্গি হামলা এবং চিনতাইকারী রুখে দিতে হলে চেকপোষ্ট বন্ধ করা যাবেনা। ঈদের সময় সীমিত আকারে হলেও যেখানে যানজট হবে না সেখানে চালু রাখতে হবে। পুলিশ সুপার টাঙ্গাইলের সাথে কথা হয়েছে সু-নির্দিষ্ট তথ্য এবং এস,পি পর্যায়ের কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া মহাসড়কে গাড়ী থামানো যাবে না। মহাসড়কে বিকল হয়ে পড়ে থাকা গাড়ী তাৎক্ষনিক মেরামতের বন্দোবস্ত রাখা দরকার।

১৩। মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে ৪০টি গ্যাপ বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রত্যেক জোন প্রধানদেরকে নিয়ে সভা করা হয়েছে, সড়কে কোথাও পট হোল থাকবে না। আসন্ন ঈদ প্রস্তুতি আমাদের ভাল। অতীতের চেয়ে সড়কের অবস্থা আরো ভাল আছে বিধায়,ঈদে যাত্রা নিরাপদ হবে।

(চলমান পৃ: -০৪)

১৪। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) সভাকে জানান যে, আমাদের সড়ক ও মহাসড়কে যত গ্যাপ তথা কাটা আছে বিশ্বে আর কোথাও তা দেখা যায়না। যত্রতত্র রাস্তা পার হওয়ার মানসিকতা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যার যার অবস্থান থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা হলে সড়ক মহাসড়কে যানজট অনেকাংশেই কমে যাবে।

**বিস্তারিত আলোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ**

| ক্রম | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ০১. | সকল শ্রেণির মহাসড়কে মোটরযান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে আসন্ন ঈদের ১০(দশ) দিন পূর্বেই প্রয়োজনীয় সকল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী,অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক জোন (সকল) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ (সকল) |
| ০২ | ঈদ যাত্রার প্রক্কালে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহসড়কে তাৎক্ষণিক মেরামতের প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে জরুরি মেরামত টিম গঠন করতে হবে এবং এ ধরনের টিমের একজন সদস্যের মোবাইল নম্বর হাইওয়ে পুলিশকে এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কন্ট্রোল রুমে সরবরাহ করতে হবে। | অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন) ও প্রধান প্রকৌশলী, সওজ। |
| ০৩ | ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-এলেঙ্গা, ঢাকা-মানিকগঞ্জ-পাটুরিয়া-আরিচা, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-মাওয়া জাতীয় মহাসড়কসহ দেশের অন্যান্য জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে এবং ফেরী ঘাট এলাকা, উন্নয়ন কাজ চলমান স্থান, বাসস্ট্যান্ড, বাজার এলাকা, ইন্টার-সেকশন ইত্যাদির যানজট নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | ডিআইজি রেঞ্জ, ডিআইজি হাইওয়ে, র‍্যাব, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমিতি |
| ০৪ | ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে অপ্রয়োজনীয় এবং অবৈধভাবে নির্মিত গ্যাপ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশের সহযোগিতা নিতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর / ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ |
| ০৫ | সায়েদাবাদ, মহাখালী ও গাবতলী বাস টার্মিনালে আন্ত:সংস্থা সমন্বয়ে পৃথক ৩টি ভিজিলেন্স টিম গঠন করতে হবে। গঠিত টিম মোটরযানে অতিরিক্ত ভাড়া দাবী/ আদায় এবং ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মালামাল/ যাত্রী পরিবহন ও উদ্ভুত যে কোন পরিস্থিতি সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। | বিআরটিএ, ডিএমপি, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমিতি |
| ০৬ | দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতিতে যানজট সৃষ্টি হলে দ্রুত দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি অপসারণ করে পার্শ্ববর্তি খালি জায়গায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | রেঞ্জ ডিআইজি, ডিআইজি হাইওয়ে পুলিশ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার |
| ০৭ | যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে মহানগরী এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও উভয় পার্শ্বের অস্থায়ী/ভাসমান বাজার অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেইসাথে এ ধরণের বাজার ইজারা না দেয়ার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশসন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে। | ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ডিআইজি হাইওয়ে রেঞ্জ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ |
| ০৮ | মহাসড়কের উপর ধান, পাট, খড়, কাঠ ইত্যাদি শুকাতে দেয়া যাবে না। স'মিলের কাঠ ও নির্মাণ সামগ্রী মহাসড়কে রাখা যাবে না। | রেঞ্জ ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর |
| ০৯ | ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ ও বহির্গমনে যানবাহনের চাপ কমানোর লক্ষ্যে হালকা মোটরযানকে বিকল্প মহাসড়ক ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। বিআরটিএ এ সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। | বিআরটিএ |
| ১০ | বাস টার্মিনাল ও মহাসড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ এবং সড়কপথে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, পকেটমার, মলম পার্টি, অজ্ঞান পার্টির দৌরাত্ম্য রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়। | মহাপুলিশ পরিদর্শক, বিভাগীয় কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ বাস মালিক ও শ্রমিক সমিতি |

(চলমান পৃ: -০৫)

| | | |
|---|---|---|
| ১১ | ঈদ উপলক্ষে দূরপাল্লার যানবাহনের স্বল্পতার সুযোগে লক্কর-ঝক্কড় গাড়ী যেন দুরপাল্লায় চলাচল করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। | বিভাগীয় কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, বিআরটিএ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বাস মালিক ও শ্রমিক সমিতি |
| ১২ | সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, মাহিন্দ্র ইত্যাদি চলাচল বন্ধ করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। | বিভাগীয় কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, বিআরটিএ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মালিক ও শ্রমিক সমিতি |
| ১৩ | নির্ধারিত এক্সেল লোড এর অতিরিক্ত ওজন বহনকারী মোটরযানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। | বিভাগীয় কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, বিআরটিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর,জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার |
| ১৪ | যানজটে জনদুর্ভোগ এড়ানোর লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সেতু, মেঘনা সেতু, গোমতি সেতুসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ সেতুর টোল বুথসমূহ ২৪ ঘন্টা চালু রাখতে হবে। যানজট এড়ানোর লক্ষে প্রয়োজনে একাধিক টোল কালেকশন বুথ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | সেতু বিভাগ, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষ |
| ১৫ | যানবাহনে জ্বালানি সরবরাহের সুবিধার্থে প্রতি বছরের ন্যায় ঈদ উপলক্ষে সিএনজি স্টেশনগুলো ঈদের পূর্বের ০৭(সাত) দিন ও ঈদের পরে ০৫(পাঁচ) দিন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা আবশ্যক। এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অন্যান্য বছরের ন্যায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিতে হবে। | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ |
| ১৬ | থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/অটোটেম্পু এবং সকল শ্রেণির অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ২২টি জাতীয় মহাসড়কে এ সকল যানবাহন চলাচল বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | বিভাগীয় কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ,বিআরটিএ,জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার |
| ১৭ | জরুরি সার্ভিসসমূহ যেমন- গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ফায়ার সার্ভিস, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি সংস্থার অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে যাতে জরুরী প্রয়োজনে পাওয়া যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করার জন্য পত্র দিতে হবে। | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ |
| ১৮ | ঈদ উপলক্ষে বিআরটিসি ঢাকা মহানগরী থেকে প্রত্যেকটি জেলা শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্পেশাল ঈদ সার্ভিস পরিচালনা করবে। বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিসি |
| ১৯ | আসন্ন ঈদ উপলক্ষে কোনো অবস্থাতেই ফেরী সার্ভিস বন্ধ রাখা যাবে না। ফেরীঘাটে গাড়ী পারাপার নির্বিঘ্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক যান্ত্রিক ক্রটিমুক্ত ফেরী চলাচল নিশ্চিত করতে হবে এবং অতিরিক্ত ফেরীর মজুদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। | বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী(যান্ত্রিক), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর |
| ২০ | অন্যান্য বছরের ন্যায় ঈদ যাত্রায় যানজট এড়ানোর জন্য পবিত্র ঈদের আগের ০৩(তিন) দিন মহাসড়কে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও লরী চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য, পঁচনশীল দ্রব্য, গার্মেন্টস সামগ্রী, ঔষধ, কাঁচা চামড়া এবং জ্বালানি বহনকারী যানবাহনসমূহ এর আওতামুক্ত থাকবে। বিষয়টি বিআরটিএ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকলকে অবহিত করবে। | বিআরটিএ, হাইওয়ে পুলিশ, ডিআইজি রেঞ্জ, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, পুলিশ সুপার, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমিতি |
| ২১ | ঈদ উপলক্ষে একই সময়ে মহাসড়কে যাত্রিদের অত্যধিক চাপ কমানোর লক্ষ্যে গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষকে ভিন্ন ভিন্ন দিনে ছুটি প্রদান করতে এবং ভিন্ন ভিন্ন দিনে গার্মেন্টস খুলতে অনুরোধ করতে হবে। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ |
| ২২ | দুর্ঘটনা কবলিত মোটরযান অপসারণের জন্য বঙ্গবন্ধু সেতু, শীতলক্ষ্যা সেতু, মেঘনা সেতু ও গোমতি সেতুসহ দুর্ঘটনাপ্রবন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকার ও ক্রেন প্রস্তুত রাখতে হবে। | রেঞ্জ ডিআইজি, ডিআইজি হাইওয়ে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার |

(চলমান পাতা-০৬)

| | | |
|---|---|---|
| ২৩ | মহাসড়কে অনাকাংখিত আকস্মিক বড় ধরণের দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরই উদ্ধার কাজ শুরুর নিমিত্ত হেলিকপ্টার প্রস্তুতি রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়। | জননিরাপত্তা বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, র‍্যাব |
| ২৪ | যথোপযুক্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত এবং অনভিজ্ঞ গাড়ি চালকদ্বারা মহাসড়কে গণপরিবহন চালানো যাবে না। | বিআরটিএ, ডিআইজি হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমিতি |
| ২৫ | দুর্ঘটনা রোধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বাসস্ট্যান্ডে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। | তথ্য মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বিআরটিএ |
| ২৬ | মহিলা ও শিশুদের ব্যবহারের সুবিধার্থে মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত পেট্রোল পাম্প, সিএনজি স্টেশন, হাইওয়ে রেষ্টুরেন্ট ও ডাক বাংলোতে টয়লেটগুলো ব্যবহারের উপযোগী রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর |
| ২৭ | ডিটিসিএ তার অধিক্ষেত্রভূক্ত এলাকায় কোনো অনাকাঙ্খিত অবস্থার সৃষ্টি হলে নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। | ডিটিসিএ |
| ২৮ | ঈদ উপলক্ষে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বিআরটিএ, বিআরটিসি এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ঈদের ৬(ছয়) দিন পূর্ব হতে এবং ঈদের পরের ৪(চার) দিন পর্যন্ত একটি কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হবে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর ৫৫০৪০৭৩৭ ও মোবাইল নম্বর ০১৫৫০০৫১৬০৬। যুগ্মসচিব(বিআরটিএ অধিশাখা) ফোকাল পারসন হিসেবে কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন(০১৭১১৯০১৫২২)। অত্র বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা স্ব স্ব ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করবে এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য ডিউটি রোষ্টার করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বিআরটিএ, বিআরটিসি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, |
| ২৯ | আব্দুল্লাহপুর-গাজীপুর চৌরাস্তা মহাসড়কে দুই পাশে যানবাহন চলাচলের জন্য দুই লেন করে চার লেন উম্মুক্ত রেখে বাস/মিনিবাস স্টপেজ এর জন্য সুবিধাজনক স্থান নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত স্থান ব্যতিত অন্য কোথাও যাত্রী উঠা-নামার জন্য বাস/মিনিবাস থামানো যাবে না এবং বাস/মিনিবাস থামিয়ে উক্ত লেনসমূহ বন্ধ করা যাবে না। | গাজীপুর জেলা ও হাইওয়ে পুলিশ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), গাজীপুর, সড়ক বিভাগ |
| ৩০ | শিল্প কারখানা/গার্মেন্টস-এ পণ্যবাহী কোনো ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মহাসড়কে পার্কিং করা যাবে না এবং মালামাল লোড/আনলোড করা যাবে না। শিল্প কারখানা/গার্মেন্টস মালিককে তাদের ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে নিজস্ব জায়গায় মালামাল লোড/ আনলোডের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | এফবিসিসিআই,বিজিএমইএ, হাইওয়ে ও জেলা পুলিশ, জেলা প্রশাসন, গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি |

২৭/৫/২০১৭

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
**সচিব**
**সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ**